বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ
(মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সেল)
প্রধান কার্যালয়, কৃষিব্যাংক ভবন
৮৩-৮৫, মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০।

ফোন ঃ ৪৭১২০৫১৩
ইমেইল ঃ dgmrmd @krishibank.org.bd

প্রকা/আরএমডি-৩০/অংশ-৮/২০১৯-২০২০/১৫৯৫ তারিখ ঃ ০১-০১-২০২০ খ্রিঃ

০১। সকল মহাব্যবস্থাপক
০২। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা
০৩। সকল আঞ্চলিক/ মুখ্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক
০৪। উপ-মহাব্যবস্থাপক, কর্পোরেট শাখাসমূহ
০৫। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা
০৬। সকল শাখা ব্যবস্থাপক (আঞ্চলিক/ মুখ্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে)
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

বিষয়ঃ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম বাস্তবায়নে অঙ্গীকার।

প্রিয় মহোদয়,

বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন দেশের অগ্রগতির একটি বিরাট প্রতিবন্ধক। মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন দেশের জননিরাপত্তা, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং বিশেষভাবে ব্যাংকিং সেক্টরের জন্য বিভিন্ন প্রকার ঝুঁকি সৃষ্টি করে। তাই বর্তমানে বিশ্বের অধিকাংশ দেশই মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। সাধারণতঃ গ্রাহকের হিসাবে লেনদেনের মাধ্যমে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন কর্মকান্ড সংঘটিত হয়ে থাকে। তাই গ্রাহকের হিসাবে লেনদেনে সম্ভাব্য ঝুঁকি নিরূপন (identify) করা এবং ঝুঁকির impact/ conseqence কি হতে পারে তা নিরূপনপূর্বক উহা mitigate করার দায়িত্ব ব্যাংকার হিসেবে আমাদের উপরই বর্তায়। মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে আমরা দেশ ও জাতির কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ এবং সেই অঙ্গীকার কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা আমাদের সকলেরই দায়িত্ব।

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়নে বহুবিধ আধুনিক ধ্যানধারণা ও প্রযুক্তির সংমিশ্রন ঘটায়, মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদেরকে AML/CFT বিষয়ে সকল সার্কুলার/ সার্কুলার লেটার এর নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার সাথে নিজেদের জ্ঞান, চিন্তা-চেতনা ও কর্মতৎপরতায় সম্মিলন ঘটিয়ে সময়োচিত কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। এ সংক্রান্ত অজ্ঞতায় সামান্যতম ভুল তথ্য প্রদানও কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাংককে BFIU কর্তৃক বড় ধরণের জরিমানার সম্মুখীন করতে পারে যা বিশ্ব পরিসরে বিকেবি'র ভাবমুর্তি ক্ষুন্ন করবে এবং সার্বিক ব্যাংক ব্যবসায় আমরা পিছিয়ে পরবো, যা কখনোই কাম্য হতে পারে না।

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০১২ (সংশোধনী ২০১৫), সন্ত্রাস বিরোধী আইন-২০০৯ (সংশোধনী ২০১৩),বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU) এর গাইডেন্স নোটস অন প্রিভেনশন অব মানি লন্ডারিং এর অধ্যায় ৩.১ এবং BFIU এর ১৭-০৯-২০১৭ তারিখের মাষ্টার সার্কুলার নং-১৯ এর নির্দেশনা অনুযায়ী স্পর্শকাতর এ বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করে ব্যাংকের সকল স্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সচেতনতার সাথে পালনপূর্বক ব্যাংকের সুনাম ও স্বার্থ ঝুঁকিমুক্ত রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি এবং এ অবস্থার প্রেক্ষিতে ব্যাংকের সকল স্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদেরকে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইন বিধিবিধানসমূহের বিষয়ে হালনাগাদ জ্ঞানার্জন করার পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক ও বিকেবি প্রধান কার্যালয়ের কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটির (CCC) নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো যথাযথভাবে পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে-

(১) প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (BAMLCO) মনোনয়ন/ নিয়োগ সম্পর্কিত পত্র নং- প্রকা/আরএমডি-৩০/ BAMLCO/২০১৯-২০২০/১৫৬৫; তারিখ ২৯-১২-২০১৯ এবং মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ম্যানুয়েল-২০১৮ এ বর্ণিত BAMLCO এর দায়িত্ব পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে; শাখার মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত পরিপালন নিশ্চিত করতে শাখা পরিপালন ইউনিট (Branch Compliance Unit) কে শক্তিশালী ও সক্রিয় করতে হবে। শাখা ব্যবস্থাপক, স্ব-উদ্যোগে অন্যান্য কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের সহযোগিতায় শাখার AML/CFT বিষয়ক ইস্তেহার, ইস্তেহার পত্র গাইডবুক, আইনের গেজেট ও UNSCRs ও বিধিবিধানসমূহ নিজে এবং সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পাঠ করতে উৎসাহিত করবেন। শাখা ব্যবস্থাপক BAMLCO না হলেও তিনি প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে যথাযথ ভূমিকা রাখবেন।

(২) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ এবং ব্যাংকিং খাতকে ঝুঁকিমুক্ত রাখতে গ্রাহকের পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ/ যাচাইকরণ এবং হিসাব খোলার ক্ষেত্রে অভিন্ন হিসাব খোলার ফরম, KYC, TP, KYC Profile Form সঠিকভাবে পূরণসহ লেনদেন মনিটরিং এর সুবিধার্থে ঝুঁকি অনুযায়ী গ্রাহকের শ্রেণীকরণ নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাস্তবতা ও স্বচ্ছতার নিরীখে KYC, TP আপগ্রেড করতে হবে; নতুন হিসাব খোলার সময় গ্রাহক পরিচিতির পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক তথ্য অর্থাৎ Customer Due Diligence (CDD)/ Enhance Due Diligence (EDD) গ্রহণপূর্বক এবং ব্যাংক হিসাব বা ব্যবসায়িক সম্পর্কের প্রকৃত সুবিধাভোগী (Beneficial Owner) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যার পক্ষে হিসাব পরিচালিত হয় তার তথ্য ও যাবতীয় কাগজপত্র প্রমাণসহ সংগ্রহপূর্বক BFIU কর্তৃক জারীকৃত ইস্তেহার নির্দেশনা মোতাবেক ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত অভিন্ন হিসাব খোলার ফর্ম ব্যবহার করতে হবে। হিসাব খোলার পূর্বেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির NID Verification ও UNSCRs রেজুলেনশনসহ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত নিষিদ্ধ তালিকাভুক্ত নামের সাথে যাচাই করে অর্থাৎ Sanction করে নিতে হবে এবং এ সংক্রান্ত রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট হিসাব খোলার ফরমে সংরক্ষণ করতে হবে।

(৩) ব্যাংক গ্রাহকের লেনদেনের অনুমিত মাত্রা (Transaction Profile) সম্পর্কে ঘোষণা নির্ধারিত ফরমে সংগ্রহ করবে। গ্রাহকের প্রকৃতি, পেশা, হিসাবের অর্থের উৎস ও লেনদেনের ধরণ পর্যালোচনাপূর্বক ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনের ০৬ (ছয়) মাস পরে গ্রাহক সম্পাদিত লেনদেনের যথার্থতা নিরূপনপূর্বক প্রয়োজনীয় সংশোধনী সাপেক্ষে লেনেদেনের অনুমিত মাত্রা শাখা নিজেই নির্ধারণ করবে। তবে হিসাব খোলার সময় গ্রাহক কর্তৃক প্রদত্ত লেনদেনের অনুমিত মাত্রা এবং ০৬ (ছয়) মাসের প্রকৃত লেনদেন উল্লেখ্যযোগ্য হারে বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গ্রাহকের সাথে আলোচনাপূর্বক লেনদেনের অনুমিত মাত্রা সংশোধন করবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সন্দেহ হলে সন্দেহজনক লেনদেন/ কার্যক্রম রিপোর্ট করবে।

(৪) হিসাব খোলার সময় রিস্ক গ্রেডিং এর ভিত্তিতে যথাযথভাবে গ্রাহকের ঝুঁকি নির্ধারণ সম্পন্ন করতে হবে। অভিন্ন হিসাব খোলার ফরমে উল্লেখিত মানদন্ডের আলোকে নিরূপিত নিম্ন ঝুঁকি সম্পন্ন গ্রাহকের ক্ষেত্রে ০৫ (পাঁচ) এবং উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন গ্রাহকের ক্ষেত্রে ০১ (এক) বছর পর পর KYC/TP হালনাগাদ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। গ্রাহকের পরিচিতিমূলক তথ্যের যে কোন পরিবর্তন অবগত হওয়ার সাথে সাথে তা হালনাগাদ করতে হবে। এছাড়া নির্দিষ্ট কোন প্রয়োজন অনুভূত হলে যেকোন সময়ই গ্রাহকের পরিচিতিমূলক তথ্য হালনাগাদ করতে হবে। হালনাগাদকৃত তথ্যের ভিত্তিতে পুনরায় অবিলম্বে এ সকল হিসাবের ঝুঁকি নির্ণয় করতে হবে।

(৫) PEPs, IP আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান বা উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তার হিসাবসমূহ খোলার ক্ষেত্রে ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিতে হবে। হিসাব খোলার সময় গ্রাহক সম্পর্কিত অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা (Enhance Due Diligence-EDD) গ্রহণ করতে হবে। হিসাবসমূহ পরিচালনায় সময়ে সময়ে প্রয়োজনে আপডেট করতে হবে।

(৬) ভাসমান গ্রাহকের লেনদেনের ব্যাপারে যথাযথভাবে যাবতীয় ডকুমেন্ট সংগ্রহপূর্বক লেনদেন সংঘটন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা যাচ্ছে। কোন হিসাবের TP এর সাথে লেনদেনের সীমা অনবরতঃ (Frequently) অতিক্রম করলে গ্রাহকের তৎসময়ের পেশায় উপার্জিত আয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে সাথে সাথে তাৎক্ষণিকভাবে আপডেটকরতঃ গ্রাহকের স্বাক্ষর নিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে।

(৭) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২৫(খ) ধারার বিধান অনুযায়ী গ্রাহকের হিসাবের লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।

(৮) CTR/STR বিবরণী সঠিক ও নির্ভুলভাবে প্রেরণের জন্য মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ম্যানুয়েল-২০১৮ ,অনুসরণ করতে হবে। প্রতি মাসের CTR এর হার্ডকপিতে প্রদত্ত লেনদেনের সংখ্যা এবং CBS থেকে প্রাপ্ত CTRযোগ্য লেনদেন এর সংখ্যা মিলানো পূর্বক প্রতিটি শাখাকে এখন থেকে প্রতি মাসের CTR এর হার্ডকপি এর সাথে CBS প্রাপ্ত CTR যোগ্য লেনদেন এর প্রিন্ট কপি প্রেরণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

(ক) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে CTRযোগ্য সকল লেনদেনের নির্ভুল ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সম্বলিতCTRপ্রতিবেদন মাসিক ভিত্তিতে যথাসময়ে (প্রতি মাসের CTR পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে) CCC তে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। প্রসঙ্গতঃ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে সঠিক/ নির্ভুল CTR প্রতিবেদন প্রেরণে ব্যর্থতার জন্য বিদ্যমান আইনের ধারামতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জরিমানা আরোপের বিধান রয়েছে। কাজেই এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে অধিকতর দায়িত্বশীল ও সতর্ক থাকতে হবে।

(খ) একইদিনে কোন হিসাবে একাধিক নগদ জমার পরিমানের যোগফল ১০ (দশ) লক্ষ টাকার সমপরিমান বা অধিক হলে (On-line+ATM+নগদ লেনদেন) কিংবা একদিনের একাধিক নগদ উত্তোলন এর যোগফল ১০ (দশ) লক্ষ টাকার সমপরিমান বা অধিক হলে (On-line+ATM+নগদ লেনদেন), জমা ও উত্তোলনের ক্ষেত্রে প্রতিটি লেনদেন পৃথক পৃথকভাবে CTR দিতে হয়। এই রিপোর্ট যে কোন হিসাবের (চলতি, সঞ্চয়ী, এসএনডি, মেয়াদী আমানত, এফসি), আরএফসিডি, এনএফসিডি, ঋণ ও অগ্রিম হিসাব ইত্যাদি নগদ লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। On-line+ATM ও নগদ লেনদেনের ক্ষেত্রে (১০ লক্ষ বা তদুর্দ্ধ) জমা/উত্তোলন যে শাখায় হিসাবটি পরিচালিত হচ্ছে তাকেই রিপোর্ট করতে হবে।

(গ) কর্পোরেট শাখা নিজে এবং সকল আঞ্চলিক অফিসের মাধ্যমে অন্যান্য CTR এর হার্ডকপি পরবর্তী মাসের ০৭ (সাত) তারিখের মধ্যে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সেল (ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ) প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

(ঘ) CTR যোগ্য লেনদেন কোন অবস্থাতেই রিপোর্টিং করা থেকে বাদ দেয়া যাবে না।

(৯) শাখা হতে নগদ লেনদেন রিপোর্ট দাখিল করার পূর্বে লেনদেনসমুহ পর্যালোচনা করে কোন সন্দেহজনক লেনদেন সংঘটিত হয়েছে কিনা তা চিহ্নিত করতে হবে ও সন্দেহজনক লেনদেন পরিলক্ষিত হলে পৃথকভাবে সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট হিসেবে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিভাগে দাখিল করতে হবে। সন্দেহজনক লেনদেন পরিলক্ষিত না হলে নগদ লেনদেন রিপোর্টের সাথে সন্দেহজনক লেনদেন পাওয়া যায়নি মর্মে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

(ক) STR এর ত্রৈমাসিক বিবরণী পরবর্তী মাসের ০৭ (সাত) তারিখের মধ্যে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে Internal STR রিপোর্টিং সিস্টেম চালু করা/ চালু রাখার বিষয়ে পুনরায় কঠোরভাবে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

(খ) সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তকরণে শাখার কর্মকর্তাগণ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০১২ এর ২(য) ধারা এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ২ (১৬) ধারায় বর্ণিত সংজ্ঞা বিবেচনা করবেন। কোন লেনদেন সন্দেহজনক হলেই সাথে সাথে রিপোর্ট ফরম পূরণ করে সংশ্লিষ্ট অফিসার কর্তৃক শাখা ব্যবস্থাপকের নিকট দাখিল করতে হবে। শাখা ব্যবস্থাপকের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে পরীক্ষা/ যাচাই করে তা নিস্পত্তি করতে হবে। যদি নিস্পত্তি করা না যায় তবে প্রধান কার্যালয়ের কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটিতে প্রেরণ করতে হবে, এক্ষেত্রে সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তকরণে নিম্নোক্ত সম্ভাব্য নির্দেশক সমূহ যাচাই করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো -

* লেনদেনের ক্ষেত্রে লেনদেনের ধরণ যদি স্বাভাবিক নিয়মের ব্যত্যয় মর্মে প্রতীয়মান হয়।
* অনুরোধকারীর প্রোফাইলে বর্ণিত তথ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট লেনদেন অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।
* অনুরোধকারী কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন লেনদেনের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন পরিচিতি প্রদান করা ।
* একই দিনে একজন অনুরোধকারী কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন শাখায় ছোট ছোট লেনদেন অথবা একই শাখা হতে ভিন্ন ভিন্ন লেনদেন সম্পন্ন করা।
* লেনদেনের পরিমান, সংখ্যা, বেনিফিশিয়ারীর তথ্য ইত্যাদিতে হঠাৎ অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়।
* ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি/ দেশ হতে একই বেনিফিশিয়ারীরর অনুকূলে Wire Transfer সম্পন্ন হওয়া, যার যৌক্তিকতা পাওয়া যায় না।
* অনুরোধকারী কর্তৃক ছোট ছোট পরিমানের অধিক সংখ্যক Wire Transfer বিভিন্ন বেনিফিশিয়ারীর অনুকূলে সম্পন্ন করা।
* অনুরোধকারী কর্তৃক দূর্বল মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ নীতিমালা সম্বলিত দেশে প্রায়শই অর্থ প্রেরণ।
* KYC/ TP এর সাথে সংগতিপূর্ণ নয় এমন লেনদেন।

(১০) অনেক শাখা Structuring বিষয়ে অস্পষ্ট তথ্য পেশ করে থাকে । Structuring হলো কোন নগদ লেনদেন এমনভাবে সম্পাদন করা বা সম্পাদনের চেষ্টা যাতে উক্ত লেনদেন CTR এ রিপোর্ট করতে না হয়। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০১২ ধারা ২ (ফ) অনুযায়ী CTR প্রতিরোধের জন্য দিন শেষে Cash, Online ATM থেকে লেনদেনসমূহের Statement বের করে তা মনিটরিং করতে হবে।

(১১) নির্ধারিত চেক লিষ্ট এর উপর ভিত্তি করে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে AML/ CFT সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন বিষয়ে প্রতিটি শাখা নিজেদের অবস্থান নির্ণয় (Self Assessment) করবে। মুখ্য আঞ্চলিক/ আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহকে নিজ দায়িত্বে অঞ্চলাধীন সকল শাখা হতে Self Assessment প্রতিবেদন সংগ্রহ করে তা একটি অগ্রপত্রের মাধ্যমে ষান্মাসিক শেষের পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে CCC তে প্রেরণ নিশ্চিতকরা সহ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ম্যানুয়েল-২০১৮ এ বর্ণিত নির্দেশনা পরিপালন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে; (মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ সম্পর্কিত মাষ্টার সার্কুলার নং-১৯ এর পরিশিষ্ট-গ অনুযায়ী Self Assessment প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে)।

(১২) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল, কাষ্টমস অথোরিটির (সরকারী পাওনা আদায় সম্পর্কিত) এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক চাহিত ব্যাংক হিসাব সম্পর্কিত তথ্যাদি কাংখিত সময়ের মধ্যে কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিটে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। উল্লেখ্য, শাখাসমূহ হতে তথ্য সংগ্রহ ও প্রেরণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয় এবং মুখ্য আঞ্চলিক/ আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনার আলোকে প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(১৩) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থ যোগান রোধকল্পে আন্তঃদেশীয় অয়্যার ট্রান্সফার (Cross-border wire transfer) ও অভ্যন্তরীণ অয়্যার ট্রান্সফার (Domestic wire transfer) কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ম্যানুয়েল-২০১৮ এ উল্লেখিত নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে।

(১৪) বিদ্যমান আইনের আওতায় আন্তঃদেশীয় করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে বিএফআইইউ সার্কুলার-১৯ এর পরিশিষ্ট-ক মোতাবেক তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক করেসপন্ডেন্ট বা রেসপন্ডেন্ট ব্যাংকের ব্যবসায়ের প্রকৃতি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (CAMLCO) অনুমোদন সাপেক্ষে নতুন করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং (Correspondent Banking) সম্পর্ক স্থাপন বা বিদ্যমান সম্পর্কে নবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

(১৫) প্রতিটি শাখা বা প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহ গ্রাহক অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য ও দলিলাদি লেনদেন KYC ও CDD এবং হালনাগাদকালে সংগৃহীত সকল তথ্য ও দলিলাদি এবং Walk -in Customer কর্তৃক সংঘটিত লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য দলিলাদি অনূন্য ০৫ (পাঁচ) বছর সংরক্ষণ করতে হবে । মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ সভা, তদন্ত প্রতিবেদন, গ্রাহকের ঠিকানা ও দলিলাদি সরেজমিনে তদন্তপূর্বক যাচাই, নিরীক্ষা/ পরিদর্শন এবং বিশেষ পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্য ও দলিলাদি সংরক্ষণ করা এবং সংরক্ষিত তথ্য/ দলিলাদি বিএফআইইউ এর চাহিদা বা নির্দেশনা মোতাবেক যথাসময়ে সরবরাহ করতে হবে।

(১৬) BFIU এর নির্দেশনা মোতাবেক বিকেবি'র সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ Central Database তৈরি করতে এবং CTR/ STR এর রিপোর্টিং অটোমেশন সিস্টেমে পেতে হলে শাখায় পরিচালিত প্রত্যেকটি হিসাবের হালনাগাদ করা বাধ্যতামূলক। অত্র ব্যাংক অতিদ্রুত শাখাসমূহে অনলাইন সেবা প্রদান এর চেষ্টা করছে বিধায় মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়নের ঝুঁকি সহজে নিরসনে সঠিক ও নির্ভুল গ্রাহক পরিচিতি গ্রহণের কোন বিকল্প নেই। তাছাড়া চাহিদানুযায়ী তাৎক্ষণিক ও সঠিক সময়ে তথ্য সরবরাহের জটিলতা নিরসনে শাখায় পরিচালিত প্রত্যেকটি হিসাব হালনাগাদ করতে হবে ।

(১৭) বাণিজ্য ভিত্তিক মানিলন্ডারিং (Trade Based Money Laundering) বর্তমান ব্যাংকিং ব্যবসায় সবচেয়ে বড় ঝুঁকি। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অন্তরালে বিভিন্ন উপায়ে দেশের বাইরে অর্থ পাচার, বিদেশ হইতে অবৈধ প্রবাহ, সরকারের ট্যাক্স ফাঁকি দেয়াই এর মূল উদ্দেশ্য । সেবা বা পণ্যের Under Invoicing ও Over Invoicing সেবা বা পণ্যের অর্থের Over Shipment, Under Shipment ও Phantom Shipment সেবা পণ্যের False Declaration ইত্যাদি উপায়ে Trade Based Money Laundering এর ঘটনা ঘটে।গ্রাহক পরিচিতি যথাযথভাবে নিরূপন অর্থাৎ CDD/ EDD করা পণ্যের প্রকৃত মূল্য যাচাই, Buyer ও Saler এর Credit Report সংগ্রহ, পণ্যের আমদানি-রপ্তানি (Shipment) নিশ্চিত করা, Bill of Entry, বাংলাদেশ ব্যাংকের Dash Board যথাযথভাবে Maching করা এবং Bill of Lading যথাযথভাবে নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে Trade Based Money Laundering এর ঝুঁকি অনেকাংশেই হ্রাস করা সম্ভব । আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সন্দেহজনক ও অস্বাভাবিক লেনদেনের প্রতিবেদন CAMLCO বরাবর উপস্থাপন করতে হবে।

(১৮) মুখ্য আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহকে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক কার্যক্রমের উপর তদারকী ব্যবস্থা জোরদার করতে নির্দেশ প্রদান করা হলো। BFIU ও মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ সেল কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত বিভিন্ন সার্কুলার ও পত্রের নির্দেশনা শাখা পর্যায়ে সঠিকভাবে পালিত হচ্ছে কিনা তা তদারকী করবেন। বিভাগীয় কার্যালয় উক্ত কার্যক্রম নিবিড় পর্যবেক্ষণ করবেন।

(১৯) কোর রিস্ক রেটিং এর মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ রিস্ক এর ক্ষেত্রে ব্যাংকের মান (rating) যাতে গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে থাকে সে ব্যাপারে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তা আবশ্যিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোকবল মানলন্ডারিং প্রতিরাধ সেলে posting দিতে হবে।

(২০) বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU), বাংলাদেশ ব্যাংক ও কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট এর ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত AML/CFT সংক্রান্ত প্রশিক্ষণে ব্যাংকের কর্মকর্তা কর্মচারীদের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এ ছাড়া ব্যাংকের কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট চলতি অর্থ বছরে নিজস্ব তত্ত্বাবধানে ও ব্যবস্থাপনায় আঞ্চলিক পর্যায়ে AML/CFT সংক্রান্ত কার্যক্রমের উপর কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রশিক্ষন কর্মসূচী গ্রহণ করবে।

প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা ও উপ-প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তাসহ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিভাগে কর্মরত সকলের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপর্যুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান ও পেশাগত সনদ অর্জনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ব্যাংকিং ব্যবসাকে ঝুঁকিমুক্ত রাখার জন্য সকল শাখা ব্যবস্থাপকসহ ব্যাংকের নির্বাহী, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা টীমের সকল কর্মকর্তা, শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে মানিলন্ডারিং অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

এমতাবস্থায়, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU), বাংলাদেশ ব্যাংক ও অত্র ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের প্রদত্ত দিক-নির্দেশনাসহ উপরোক্ত বিষয়াদি পরিপালন/ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে আরও সক্রিয় ও কার্যকর ভূমিকা রেখে অত্র ব্যাংকের AML/ CFT বিষয়ক কার্যক্রমের রেটিং সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে পরামর্শ দেয়া হলো। সেই সাথে নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তাগণ শাখা পরিদর্শনকালে এ সংক্রান্ত নির্দেশনা শাখা কর্তৃক যথাযথ পরিপালন/ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করবেন। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন রোধকল্পে আমরা সকলে বদ্ধপরিকর এ হোক আমাদের অঙ্গীকার।

আপনার বিশ্বস্ত

০৮/০৮/2020

(মোঃ আলী হোসেন প্রধানিয়া)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

প্রকা/আরএমডি-৩০/অংশ-৮/২০১৯-২০২০/১৫৯৫ তারিখঃ ০১-০১-২০২০ খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়গণের দপ্তর, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। অধ্যক্ষ, স্টাফ কলেজ, বিকেবি, মিরপুর, ঢাকা।
০৪। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক/ সচিব, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৫। নথি/মহানথি।
০৬। উপমহাব্যবস্থাপক, আইসিটি (সিস্টেমস বিভাগ), বিকেবি, প্রকা, ঢাকা, তাকে সার্কুলারটি বিকেবি'র ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

08/07/2020

(পারভীন আকতার)
মহাব্যবস্থাপক (আন্তর্জাতিক ও হিসাব মহাবিভাগ)
ও
প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (CAMLCO)